ফিরে আসছে র‍্যাগিং কালচার ২০ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

জাবি প্রতিনিধি
২৭ জুলাই ২০২৬, ১২:০০ এএম

জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ক্যাম্পাসের মতো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও (জাবি) নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠিত র‍্যাগিং কালচার খুব একটা দৃশ্যমান ছিল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ক্যাম্পাস হিসেবে জাবির নবীন শিক্ষার্থীরা প্রথম দিনেই পাচ্ছেন আবাসিক হলের সিট। তবে, গতবছর ৫৪তম ব্যাচ আসার পর র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটলে অভিযুক্তদের শাস্তি ও জরিমানা করায় ঘটনা কিছুটা কমে আসে।

চলতি বছর ৫৫তম ব্যাচের নবীন শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশের পর থেকেই নতুন করে যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই অপসংস্কৃতি। ক্যাম্পাস চেনানো কিংবা ‘ম্যানার শেখানোর’ নামে গভীর রাতে বিভিন্ন আবাসিক হলের কক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল-কলেজ মাঠ এবং সিডনি ফিল্ড, সুইজারল্যান্ড, মনপুরা, বিশমাইল ও সুইমিংপুলের মতো নির্জন এলাকায় ডেকে নিয়ে মানসিক

নির্যাতন চালানো হচ্ছে। জোরপূর্বক অশালীন অঙ্গভঙ্গি করতে বাধ্য করায় শারীরিকভাবেও আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ভয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা। এতে র‍্যাগিংয়ের সিংহভাগ ঘটনাই প্রশাসনের নজরের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

সর্বশেষ, গত ২০ জুলাই রাত ১০টা থেকে ২১ জুলাই রাত ৩টা পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ৫৫তম ব্যাচের নবীনদের শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক হলের পাশে 'মনপুরা' এলাকায় ডেকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, কান ধরে ওঠবসসহ শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলাসংক্রান্ত অধ্যাদেশ-২০১৮ অনুযায়ী ৫৪ ব্যাচের আট শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে প্রশাসন। এর আগে ৩ জুলাই রাত ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ইতিহাস বিভাগের নবীনদের বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে নিয়ে হেনস্তা করার ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রক্টরিয়াল টিমের হাতে আটক হন ৫৪ ব্যাচের ১২ জন শিক্ষার্থী। তদন্ত শেষে তাদেরকে সাময়িক বহিষ্কার ও আবাসিক হলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

অন্যদিকে, গত ১৮ জুন শহীদ সালাম-বরকত হলের বি-ব্লকের ১৫১ নম্বর কক্ষে গণিত বিভাগের ৫৩তম ব্যাচের এক শিক্ষার্থী এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৫৪তম ব্যাচের কয়েকজনের বিরুদ্ধে নবীনদের যৌন হয়রানি, অশালীন আচরণ, 'মুরগি বানানো' ও হলে চলাফেরায় অহেতুক কড়াকড়ি আরোপের লিখিত অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। নবীন শিক্ষার্থী সূত্রে জানা যায়, র‍্যাগিংয়ের জন্য বিভিন্ন সময় বিভাগের ঠিক আগের ব্যাচের (ইমিডিয়েট সিনিয়র) শিক্ষার্থীরা তাদেরকে আবাসিক হলের কক্ষে ডেকে পাঠায়। রুমে নেওয়ার পর দরজা-জানালা বন্ধ করে, লাইট নিভিয়ে এবং সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে নবীনদের মোবাইল ফোন বন্ধ করে একপাশে রেখে দেওয়া হয়। এরপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গালিগালাজ, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন এবং বিভিন্ন অশালীন অঙ্গভঙ্গি ও লাফালাফি করতে বাধ্য করার মতো ঘটনা।

নবীনদের এসব র‍্যাগিং সেশনে বাধ্যতামূলক উপস্থিত রাখতে নানামুখী কৌশল ব্যবহার করে অভিযুক্তরা। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'পিয়ার প্রেশার' বা সহপাঠীদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি। যারা সিনিয়রদের ডাকে সাড়া দিতে চান না, তাদের গালিগালাজ, বয়কট করা, বিপদে সহযোগিতা না করা এবং মারধরের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নবীনদের আলাদাভাবে ডেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেন সিনিয়ররা। এরপর এই ঘনিষ্ঠ নবীনদের ব্যবহার করেই অন্যদের ওপর চাপ সৃষ্টি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের বার্তা পাঠানো হয়। ফলে অনেক নবীন সিনিয়রের অনুগ্রহ পেতে বা সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে নিজেদের বন্ধুদেরও র‍্যাগিং সেশনে আসতে বাধ্য করেন।

ক্যাম্পাসে র‍্যাগিংয়ের এমন প্রত্যাবর্তনে ফ্যাসিস্টদের প্রথিত সিস্টেমকে দায়ী করে অধ্যাপক শামীমা সুলতানা বলেন, অনেকেই আগের কালচার থেকে বের হতে পারছে না। তবে, এসব ঘটনার যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে আশা করি আর হবে না।

এ বিষয়ে জাকসু সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মাজহারুল ইসলাম বলেন, যতদিন শিক্ষার্থীদের মানসিকতার পরিবর্তন না হবে এবং ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের হল দখলের মানসিকতা থাকবে ততদিন এ কালচার পরিবর্তন হবে না।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক একেএম রাশিদুল আলম জানান, প্রশাসন র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

উপাচার্য অধ্যাপক মো. কামরুল আহসান বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে প্রশাসন তৎপর রয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালক্ষেপণ না করে শৃঙ্খলামূলক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।